ভরতনাট্যমের ট্র্যাশভিল শো

কাজী জহিরুল ইসলাম

ভারতীয় দূতাবাসের আমন্ত্রণে গুরু সরোজ বৈদ্যনাথ ও তার দল এসেছেন আবিদজানে । এই সুযোগ মিস করা যাবে না । যে করেই হোক শো-টা দেখতেই হবে । ভরতনাট্যমের জন্মস্থান দক্ষিণ ভারতে । ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন নৃত্যকলার একটি ভরতনাট্যম । যোগাসন থেকে এই নৃত্যকলার উৎপত্তি । যোগাসনের মধ্য দিয়ে ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখিত পূরাণকাহিনীসমূহের নৃত্যায়নই প্রাচীন ভারতে, পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে, ভরতনাট্যম হিশেবে আত্মপ্রকাশ করে । যোগাসননৃত্যনাট্যকলার এই ভরতনাট্যম নামকরণটি করেন পুরানন্দ দাসা ।

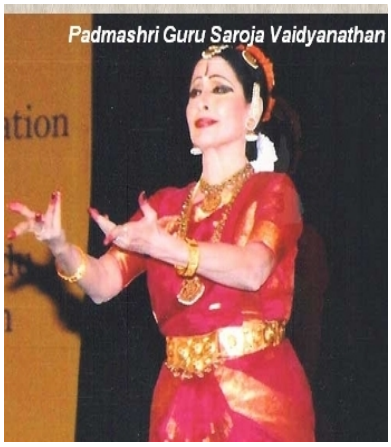

আমন্ত্রণপত্রটি আমার হাতে এসে না পৌছলেও, আমাদের প্রকৌশল বিভাগের প্রধান, বিকাশ বিশ্বাস জানালেন, এটি তার হাতে এসে পৌচেছে, সুতরাং আমি যেতে পারি । ঝুম বৃষ্টি নেমেছে । রাবারের ওয়াইপার কিছুতেই উইন্ডশিল্ডের জলধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না । ঝাপসা কাচের ওপাশে পীচঢালা রাস্তায় নদীর ঢেউ । দু'পাশের ব্যাকভিউ মিররেও কিছুই দেখা যাচ্ছে না । বৃষ্টির তোড় কেবল বেড়েই চলেছে, সেই সাথে ঝড়ো হাওয়া । আইভরিকোস্টের সবচেয়ে অভিজাত শিল্পচর্চাকেন্দ্র ট্র্যাশভিল অডিটোরিয়াম । আমার বাসা থেকে প্রায় পনের কিলোমিটার দূরে । পনের কিলোমিটার এমন কোন দূর নয়, কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে পথ যেন কিছুতেই শেষ হতে চাইছে না ।

গাড়ি পার্কিং থেকে ভিজতে ভিজতে এক দৌড়ে এসে ঢুকলাম অডিটোরিয়ামের বারান্দায় । ওমা, এতো শুধু ভরতনাট্যম দেখাই নয়, আইভরিকোস্টে অবস্থিত ভারতীয়দের যেন এক মিলন মেলা । বহুদিন পর স্বদেশি, স্বভাসী প্রিয়জনদের দেখা পেয়ে সকলেই আনন্দে-আবেগে উচ্ছসিত । বিশেষ করে নারী ও শিশুদের উচ্ছাস দেখে মনে হচ্ছে যেন অনেকদিন পর প্রবাসকারার দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করেছে । আবিদজানে দুটি ভারতীয় রেস্তোরা আছে, দিল্লী দরবার এবং তন্দুর । ওরা এই আয়োজনের জন্য সান্ধ্য-স্ন্যাকস স্পন্সর করেছে । আমরা টুথপিকে করে মিনি সমুচা, পাকোরা আর আলুরদম পিক করছি

। ক'জন স্বেচ্ছাসেবক ভারতীয় তরুণী প্লাস্টিকের গ্লাসে ড্রিংকস ঢেলে দিচ্ছে । সাকীর হাতের সুরা, এরপরই ভরতনট্যম, আর বাইরে ঝুম বৃষ্টি, ভালোই জমবে মনে হচ্ছে ।

ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' খেতাবে ভূষিত সরোজ বৈদ্যনাথের সঙ্গে আরো চার সুন্দরী নৃত্যশিল্পী এসেছেন, স্নিগ্ধা ভেঙ্কটরমনী, জাহ্নবী রাজারমন, স্বপ্না শেষাদ্রী এবং দক্ষিণা বৈদ্যনাথ । ভারতীয় দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত, আইভরিকোষ্টের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীসহ গণ্যমান্যরা একে একে বক্তৃতা করলেন । এরপর মন্ত্রী প্রদীপ জ্বালিয়ে শো-এর উদ্বোধন করেন ।

বেহালা, ঢোল এবং মন্দিরা ছাড়া আর কোন বাদ্যযন্ত্র দেখছি না । মধ্যবয়সী এক ভারতীয় নারী (শিল্পীর নামটা মনে রাখতে পারি নি) উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শুরু করতেই মঞ্চের কিছু স্পট লাইট জ্বলে উঠলো । মঞ্চে আগমন ঘটলো পদ্মশ্রী সরোজ বৈদ্যনাথের সাথে তার চার সহশিল্পীর । বন্দনা ধরণের একটি পারফর্মেন্স করলেন দলটি প্রথমে । পারফর্মেন্সের নাম জানকিতা । কন্টকবিনাশী গনেশ, দুঃসাহসী কার্তিক, জ্ঞানদেবী সরস্বতী, ভাগ্যদেবী লক্ষ্মী এবং রিপুবিনাশি শিবের চরণে পূজার অর্ঘ্য অর্পনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো প্রথম নাচ ।

বেহালার অপূর্ব তানের সঙ্গে শিল্পীর কণ্ঠ যখন একাকার তখন তবলায় ওঠে ঝড়, মঞ্চের স্পটলাইটের নিচে একদল দেব-দেবী স্বর্গ থেকে নেমে এসে মেতে ওঠে মর্ত্যের পাশাখেলায় । পান্ডব ভ্রাতৃকূল কৌরবদের কাছে পাশাখেলায় হেরে যায় । পান্ডবরাজ যুধিষ্ঠীর তার স্ত্রী দ্রৌপদীসহ রাজ্য হারায় কৌরবরাজ দূর্যধনের কাছে । দৌপদী নিজেকে রক্ষা করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে । শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর প্রার্থনা মঞ্জুর করে তার গায়ের বসনকে অন্তহীন করে দেন যাতে কেউ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে না পরে । নৃত্যের ছন্দে-তালে অপূর্ব সূরের মূর্ছনায় মহাভারতের নিখুঁত চিত্রায়ন । এ-ই হলো ভরতনাট্যম ।

এরপর একে একে গনপতি রায়ন, পঞ্চানন্দি আলারিপু, মহাভারত, রামায়ন, দশাভাতরম, ভাবায়ামী রঘুরমন, মীরা ভজন, ভো শাম্ভো, তুলসিদাসভজন ও স্বরঞ্জলী প্রভৃতি পারফর্মেনসের মধ্য দিয়ে শেষ হয় টানা দুই ঘন্টার শো । প্রতিটি পারফর্মেনসের শেষেই মুহূর্মুহু করতালিতে ফেটে পড়ে পুরো হলরুম । শো শেষ হলে শিল্পীদের সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়ায় পুরো অডিটোরিয়াম এবং করতালি চলে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে ।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৯ জুন, ২০০৮